সর্বাধিক জনগণের অংশগ্রহণে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে "GUINNESS WORLD RECORDS" এ বাংলাদেশের নাম সংযোজন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

জাতীয় প্যারেড স্কোয়ার, ঢাকা, ১২ চৈত্র, ১৪২০, ২৬ মার্চ, ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
তিনবাহিনী প্রধানগণ,
উপস্থিত ভাই ও বোনেরা

আসসালামু আলাইকুম।

আজ আমাদের ৪৩তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস।

আপনারা জানেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা।

২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। জনগণকে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তাঁরই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নয়মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি।

আজ আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাসহ সকল শহীদকে এবং নির্যাতিত মা-বোনকে। সমবেদনা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি।

আজকের এই দিনে আমরা আবারো এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছি। আজ আমি আপ্লুত, উদ্বেলিত।

এই জনসমুদ্রে উপস্থিত আছেন মুক্তিযোদ্ধা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, বিজিবি, পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও ভিডিপি, গার্মেন্টস শ্রমিক, নারী-শিশু, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সকল শ্রেণি ও পেশার জনগণ। আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত থেকে আমাদের প্রাণের স্পন্দন জাতীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে বিশ্বরেকর্ড স্থাপনে অংশ হতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।

সর্বাধিক জনগণের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে "GUINNESS WORLD RECORDS" এ বাংলাদেশের নাম সংযোজনের এ উদ্যোগ আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে। আমাদের জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমকে শাণিত করবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

বাঙালী জাতি বীরের জাতি, ইতিহাস গড়ার জাতি। ''লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা'' গাওয়ার আয়োজনটি কেবল বিশ্ব রেকর্ড গড়ার আয়োজন নয়। এ আয়োজন দেশের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত ও ঐক্যবদ্ধ করবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

শুধু জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারেই নয়, সারা দেশের সকল স্তরের জনগণসহ প্রবাসী বাঙালিরাও আজ গাইবে ''আমার সোনার বাংলা''। প্রচন্ড গরমকে করে দূর-দূরান্ত থেকে আপনারা দেশ ও মাটির টানে, প্রাণের টানে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

এজন্য আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্যারেড স্কোয়ারের বাইরেও যে যেখানে আছেন এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জাতীয় সংগীত গেয়ে ইতিহাসের অংশীদার হচ্ছেন তাদের সকলের জন্য রইল আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

আমি এই আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বিশাল আয়োজন সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে যাচ্ছে তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি উপস্থিত সবাইকে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার জন্য আমাদের জাতীয় সংগীত উচ্চ স্বরে, একটি শব্দও না ছেড়ে, অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে ও খুশী মনে গেয়ে পৃথিবীকে অবাক করে দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...